দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

10

তারিখ 17 JUN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক জল্পনা—কল্পনা

॥ কামরুল ইসলাম ॥

চট্টগ্রাম, ১৬ই জুন।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে এবং শহরে ব্যাপক জল্পনা–কল্পনা চলছে। নির্বাচনে বাম ও ডান শিবিরপন্থী প্যানেলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী ২৩শে জুন অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে

শেষ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে

উপাচার্য প্যানেল

৩ সদস্যের উপাচার্য প্যানেল নি[illegible] করা হবে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দিনের নেতৃত্বে ডানপন্থী প্যানেল এবং উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আলী ইমদাদ খানের নেতৃত্বে বামপন্থী প্যানেলের প্রার্থীরা নির্বাচনে অবতীর্ণ হবেন। উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন প্যানেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ আর আই চৌধুরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবেন বলে আভাস পাওয়া গেছে। উক্ত কর্মকর্তা ইতিমধ্যে সিনেট সদস্যদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছেন।

উপ–উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন প্যানেলে কারা থাকবেন এখনও অস্পষ্ট। বামপন্থী শিবিরে এই নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবারও তাদের বৈঠক হয়েছে। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। এই প্যানেল থেকে খ্যাতিসম্পন্ন জনৈক বিজ্ঞানীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানোর বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। অন্য একজনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন প্যানেলে কে কে থাকছেন সেটা চূড়ান্তকরণের উপর বামপন্থী শিবিরের প্যানেল কাদেরকে নিয়ে হবে তা নির্ভর করছে।

অধ্যাপক আলমগীর সিরাজ উদ্দিন এখন প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। তার ঘোর সমর্থক হিসেবে পরিচিত সিনেটের রেজিস্টার্ড সদস্যদের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে উপাচার্যের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বহু আগে দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছেন। আপাতদৃষ্টিতে বামপন্থী ও ডানপন্থী হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের এই বিভক্তির কারণ পুরোপুরি রাজনৈতিক নয়। আঞ্চলিকতা, ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তারা [illegible] শিবিরভুক্ত। বামপন্থী [illegible] ডানপন্থী শিবিরে দীর্ঘদিন অবস্থান করেও [illegible] করে প্রতিপক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছেন কোন কোন শিক্ষক।

অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান বামপন্থী শিক্ষক গোষ্ঠীর আশির্বাদ নিয়ে উপ–উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ডানপন্থী গোষ্ঠী পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর সিরাজউদ্দিন। ছাত্র–শিক্ষকদের তীব্র অসন্তোষের মুখে বাধ্য হয়ে ইংরেজীর শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর পদত্যাগের পর গত বছর মে মাসে তিনি অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। প্রথমদিকে নানা কারণে তিনি বামপন্থী শিক্ষকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। রাজনৈতিক কারণ এই বিরোধিতার পেছনে মুখ্য ছিল না। উপ–উপাচার্যকে ডিঙ্গিয়ে উপাচার্য হওয়া এবং অতীতের বেশ কিছু কার্যকলাপের কারণে একজন বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত শিক্ষক হওয়ায় তিনি এই বিরোধিতার কবলে পড়েন। তবে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সংকট উত্তরণে সক্ষম হন। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের শিক্ষকদের নিয়োগসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে তার অনুকূলে নিয়ে যায়। অপরদিকে দীর্ঘদিনের উত্তপ্ত ক্যাম্পাস দ্রুত শান্ত হয়ে আসে। গত এক বছর ধরে পরিস্থিতি পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অনেক ভাল। অবশ্য অতি সম্প্রতি কুলসুম মাসুকুল আলম নামে একজন ছাত্রী এবং মিজান নামে একজন ছাত্র লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগের পরবর্তী ঘটনাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার অশান্তি ও নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আগামী সিনেট অধিবেশনে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। উপাচার্য এবং উপ–উপাচার্য গ্রুপের অবস্থান প্রায় সমানে সমানে। সিনেটের গ্রাজুয়েট সদস্যরা উপাচার্যের সমর্থক। আবার শিক্ষক সদস্যরা উপ-উপাচার্যের শিবিরভুক্ত।